# <u>বাঁধাকপি চাষের বিস্তারিত বিবরণী</u>

**ফসল :** বাঁধাকপি

**জাতের নাম :** বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী)

**জনপ্রিয় নাম :** রুপা

**উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান :** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

**গড় জীবনকাল প্রায় (দিন):** ১০০-১১০

**জাতের ধরণ :** উফশী

**জাতের বৈশিষ্ট্য :**

ওজন ২-২.৫ কেজি, চাষী নিজেই বীজ উৎপাদন করতে পারে

**শতক প্রতি ফলন (কেজি) :** ১৫০ - ১৮০

**হেক্টর প্রতি ফলন (টন) :** ৭৫-৮০

**প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান :** ১.৫ - ২ গ্রাম

**উপযোগী ভূমির শ্রেণী :** মাঝারি উচু

**উপযোগী মাটি :** দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

**উৎপাদনের মৌসুম :** রবি

**বপনের উপযুক্ত সময় :**

আগাম জাতের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্যম আশ্বিন-কার্তিক কার্তিক-আগ্রহায়ণ এবং নাবি জাতের জন্য অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ থেকে পৌষ-মধ্য মাঘ।

**ফসল তোলার সময়** :

রোপণের ৬০-৯০ দিন পর

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ , সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**জাতের নাম :** বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত)

**জনপ্রিয় নাম :** নেই

**উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান :** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

**গড় জীবনকাল প্রায় (দিন):** ১০০-১১০

**জাতের ধরণ :** উফশী

**জাতের বৈশিষ্ট্য :**

মাথাগোলাকার, উপর-নীচ চেপ্টা, ওজন ২-২.৫ কেজি

**শতক প্রতি ফলন (কেজি) :** ১৫০ - ১৮০

**হেক্টর প্রতি ফলন (টন) :** ৭৫-৮০

**প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান :** ১.৫ - ২ গ্রাম

**উপযোগী মাটি :** দোআঁশ

**উৎপাদনের মৌসুম :** রবি

**বপনের উপযুক্ত সময় :**

আগাম জাতের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্য আশ্বিন-কার্তিক, কার্তিক-আগ্রহায়ণ এবং নাবি জাতের জন্য অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ থেকে পৌষ-মধ্য মাঘ।

**ফসল তোলার সময়** :

রোপণের ৬০-৯০ দিন পর

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**জাতের নাম :** বারি চীনাকপি

**জনপ্রিয় নাম :** নেই

**উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান :** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

**গড় জীবনকাল প্রায় (দিন):** ৬০-৭০

**জাতের ধরণ :** উফশী

**জাতের বৈশিষ্ট্য :**

গ্রীষ্মকালে শাক হিসেবে চাষ করা যায়, সালাদ হিসেবে জনপ্রিয়তা রয়েছে, ওজন ১-১.৫ কেজি।

**শতক প্রতি ফলন (কেজি) :** ১৫০ - ১৮০

**হেক্টর প্রতি ফলন (টন) :** ৭৫-৮০

**প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান :** ২গ্রাম -

**উপযোগী ভূমির শ্রেণী :** মাঝারি উচু

**উপযোগী মাটি :** দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

**উৎপাদনের মৌসুম :** রবি

**বপনের উপযুক্ত সময় :**

আগাম জাতের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্যম আশ্বিন-কার্তিক থেকে কার্তিক-আগ্রহায়ণ এবং নাবি জাতের জন্য অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ থেকে পৌষ-মধ্য মাঘ।

**ফসল তোলার সময়** :

রোপণের ৬০-৯০ দিন পর।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ , সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**জাতের নাম :** ইপসা বাঁধাকপি-১

**জনপ্রিয় নাম :** নেই

**উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

**গড় জীবনকাল প্রায় (দিন):** ৬০-৭০

**জাতের ধরণ :** উফশী

**জাতের বৈশিষ্ট্য :**

শীত মৌসুমে বীজ হয়।

**শতক প্রতি ফলন (কেজি) :** ১৫০ - ১৮০

**হেক্টর প্রতি ফলন (টন) :** ৭৫-৮০

**প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান :** ১.৫ - ২ গ্রাম

**উপযোগী ভূমির শ্রেণী :** মাঝারি উচু

**উপযোগী মাটি :** দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

**উৎপাদনের মৌসুম :** রবি

**বপনের উপযুক্ত সময় :**

আগাম জাতের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্য আশ্বিন-কার্তিক থেকে কার্তিক-আগ্রহায়ণ এবং নাবি জাতের জন্য অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ থেকে পৌষ-মধ্য মাঘ।

**ফসল তোলার সময় :**

রোপণের ৬০-৯০ দিন পর।

**তথ্যের উৎস :**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট, ২/১১//২০১৮

**ফসল :** বাঁধাকপি

**পুষ্টিমান :**

প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে ৯১.৯ গ্রাম পানি, ১.৮ গ্রাম আমিষ,০.১ গ্রাম চর্বি, ০.৬ গ্রাম খনিজ, ১.০ গ্রাম আঁশ, ৪.৬ গ্রাম শ্বেতসার রয়েছে। খনিজ লবনের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম ৩৯ মিগ্রা, ম্যাগনেসিয়াম ১০ মিগ্রা, ফসফরাস ৪৪ মিগ্রা, লৌহ ০.৮ মিগ্রা, সোডিয়াম ১৪.১ মিগ্রা, কপার ০.০৮ মিগ্রা ও সালফার ৬৭ মিগ্রা।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**বর্ণনা :** বাঁধা কপির চারা বীজতলায় উৎপাদন করে জমিতে লাগানো হয়।

**বীজতলা প্রস্তুতকরণ :** বীজতলার আকার ১ মিটার পাশে ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিত। সমপরিমাণ বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরাঝুরা করে বীজতলা তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয় বীজতলায় চারা রোপণের আগে ৭/৮ দিন পূর্বে প্রতি বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

**বীজতলা পরিচর্চা :** বীজতলায় চারা ঠিকমত না বাড়লে প্রতি বীজতলায় প্রায় ১০০ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দেয়া ভাল।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**চাষপদ্ধতি :**

গভীর ভাবে ৪-৫টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা চারা সাধারণতঃ বিকেল বেলা জমিতে রোপণ করতে হয়। তবে সুস্থ ও সবল হলে চারা এক-দেড় মাস বয়সের চারা রোপণ করা যায়। রোপণের জন্য সারি থেকে সারির দুরত্ব ২৪ ইঞ্চি এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি দিলে ভাল হয়। এ হিসেবে প্রতি শতকে ১৫০টির মত চারার প্রয়োজন হয়। আঙিনায় ৫ মিটার লম্বা একটা বেডের জন্য ২০-২২টি চারার প্রয়োজন হয়। বেডে

দুই সারিতে চারাগুলো লাগাতে হবে। আঙ্গিনায় লাগানোর জন্য যেহেতু কম চারার দরকার হয় সেজন্য কোন বিশ্বস-নার্সারি থেকে চারা কিনে লাগানো ভাল। তবে একটা বেডে বাঁধাকপির চারা তৈরি করে অল্পদিনের মধ্যেই তা বিক্রি করে যেমন অধিক লাভবান হওয়া যায় তেমনি নিজের প্রয়োজনও মেটানো যায়। এত ভাল চারা পাওয়াটা নিশ্চিত হয়।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**মৃত্তিকা :**

পানি জমে থাকেনা এমন উর্বর দোঁয়াশ ও এঁটেল মাটি।

**মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :**

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**সার পরিচিতি :**

সার পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**ভেজাল সার চেনার উপায় :**

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

**ফসলের সার সুপারিশ :**

ফসলের সার সুপারিশ (হেঃ প্রতি) ঃ ৩৫০ কেজি ইউরিয়া, ২২৫ কেজি টিএসপি, ২৫০ কেজি এমওপি, গোবর ৫-১০ টন।

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর, টিএসপি ও ১০০ কেজি এমপি সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমপি সার ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০,২৫ এবং মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের সার সুপারিশ (শতক প্রতি) ঃ প্রতি শতকে ১২৫ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ১ কেজি, টি এস পি ৮০০ গ্রাম, এম ও পি ৬৫০ গ্রাম দিতে হবে।

সম্পূর্ণ গোবর ও টি এস পি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এম ও পি সার ২ কিস্তিতে চারা রোপণের ২০ থেকে ২৫ দিন পর একবার এবং ৩০ -৪০ দিন পর আর একবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার দেওয়ার পরপর হালকা সেচ দিতে হবে।

অনলাইন সারসুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**সেচ ব্যবস্থাপনা :**

১। উচ্চ ফলনের জন্য বাঁধাকপিতে চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর ২-৩ টি সেচ দিতে হবে।

২। সেচ পরবর্তী জমিতে “জো” আসলে বাঁধাকপির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটি চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমির আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

**সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :**

1 : বাঁধাকপি গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় টেনে দিন। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। খেয়াল রাখুন জমিতে যেন পানি বেশি সময় ধরে জমে না থাকে।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**আগাছার নাম :** কাঁটানটে

**আগাছা জন্মানোর মৌসুম :** সারা বছর। রবি।

**আগাছার ধরন :** বিরুৎজাতীয় একবর্ষজীবী আগাছ।

**প্রতিকারের উপায় :**

গভীর চাষ। বাছাই।

**তথ্যের উৎস :**

আগাছা ও বীজ- এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি,১৯৮৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**আগাছার নাম :** বথুয়া

**আগাছা জন্মানোর মৌসুম :** সারা বছর। রবি।

**আগাছার ধরন :** বিরুৎজাতীয় একবর্ষজীবী আগাছ।

**প্রতিকারের উপায় :**

গভীর চাষ। বাছাই।

**তথ্যের উৎস :**

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**আগাছার নাম :** চাপড়া ঘাস

**আগাছা জন্মানোর মৌসুম :** খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

**আগাছার ধরন :** বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

**প্রতিকারের উপায় :**

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

**তথ্যের উৎস :**

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**আগাছার নাম :** দুর্বা

**আগাছা জন্মানোর মৌসুম :** খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে এর বিচরণ।

**আগাছার ধরন :** বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

**প্রতিকারের উপায় :**

মাটির অগভীরে আগাছার কন্দমূল নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

**তথ্যের উৎস :**

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**বাংলা মাসের নাম :** পৌষ

**ইংরেজি মাসের নাম :** জানুয়ারী

**ফসল ফলনের সময়কাল :** রবি

**দুর্যোগের নাম :** ঘনকুয়াশা

**দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :**

আবহাওয়ার কারণে ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে তাই নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে।

**দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :**

ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) ২০ গ্রাম ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫শতক জমিতে গাছে স্প্রে করুন।

**দুর্যোগ পূর্ববার্তা :** বাড়ন্ত - ফসল তোলা

**প্রস্তুতি** : আবহাওয়ার কারণে ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে তাই নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে।

**তথ্যের উৎস :**

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**পোকার নাম :** জাব পোকা

**পোকা চেনার উপায় :** খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

**ক্ষতির ধরণ :** ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

**আক্রমণের পর্যায় :** বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

**ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে :** পাতা

**পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে :** পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

**ব্যবস্থাপনা :**

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মি.লি./ ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাবেন না বা বিক্রি করবেন না। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**পুর্ব-প্রস্তুতি :**

পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

**অন্যান্য :**

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

**তথ্যের উৎস :**

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা-মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**পোকার নাম :** কপির লেদা পোকা

**পোকা চেনার উপায় :** এ পোকার ডিমগুলো গাদা করে ছাদের টাইলসের মত একটির উপর একটি সাজানো থাকে। কীড়ার মাথা লাল এবং হালকা থেকে হলুদাভ সবুজ বর্ণের। শরীরের পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে সমান্তরাল তিনটি ডোরা দাগ থাকে। শরীরের উভয় পাশে দুটি লম্বালম্বি দাগ থাকে।

**ক্ষতির ধরণ :** এক সাথে অনেকগুলো কীড়া কপির বর্ধনশীল অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে কপির মাথা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায় ।

**আক্রমণের পর্যায় :** বাড়ন্ত পর্যায়

**ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে :** পাতা , ফল

**পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে :** কীড়া

**ব্যবস্থাপনা :**

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার  অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে  মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**পুর্ব-প্রস্তুতি :**

আগাম বীজ বপন করুন  সুষম সার ব্যবহার করুন .সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন  . চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাতুন ।  বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলুন

**তথ্যের উৎস :**

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা-মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**পোকার নাম :** কপির কাটুই পোকা

**পোকা চেনার উপায় :** মথ মাঝারি আকারের ধুসর রঙের কালছে ছোপ ছোপ ডোরাকাটা। পাখায় হালকা ঝালরের মতো সুক্ষ পশম থাকে। পিঠ বরাবর লম্বালম্বি হালকা ধূসর/ কালো চওড়া রেখা আছে। পুত্তলিতে গাঢ় বাদামি কাটার মতো অঙ্গ থাকে।

**ক্ষতির ধরণ :** রাতের বেলা মাটি বরাবর চারার গোড়া কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

**আক্রমণের পর্যায় :** চারা

**ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে :** গোঁড়া

**পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে :** কীড়া

**ব্যবস্থাপনা :**

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি  ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি/ ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**পুর্ব-প্রস্তুতি :**

গভীর চাষ দিয়ে পোকা পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিন; চারা লাগানোর/ বপনের পর প্রতিদিন সকালে জমি পরিদর্শন করুন; পাখি বসার জন্য জমিতে ডালপালা পুতে দিন।

**অন্যান্য :**

সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুড়ে পোকা বের করে মারুন। রাতে আক্রান্ত জমির মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রাখলে তার নিচে কীড়া এসে জমা হবে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন।

**তথ্যের উৎস :**

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা-মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী-২০১৩।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**রোগের নাম :** ইয়োলো ভাইরাস রোগ

**রোগের কারণ :** ভাইরাস

**ক্ষতির ধরণ :** পাতা হলুদ হয়ে যায়। অধিক আক্রমণে গাছে ফল ধরে না।

**ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে :** বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

**ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে :** পাতা

**ব্যবস্থাপনা :**

আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করুন; বাহক পোকা ধ্বংস করুন; ফসল সংগ্রহের পর অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করুন।

**পুর্ব-প্রস্তুতি :**

জমি পরিস্কার/ পরিচ্ছন্ন রাখুন; ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত রাখুন; আক্রান্ত গাছ আপসারণ করুন; একই জমিতে বার বার কপি জাতীয় ফসল চাষ করবেন না; আগাম বীজ বপন করুন; সুষম সার ব্যবহার করুন।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**রোগের নাম :** বাঁধাকপির অল্টারনারিয়া জনিত পাতার দাগ রোগ

**রোগের কারণ :** ছত্রাক

**ক্ষতির ধরণ :** এ রোগ হলে পাতায় গোলাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো অনেকটা পরপর সাজানো বলয়ের মত হয়। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায়।

**ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে :** বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

**ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে :** পাতা

**ব্যবস্থাপনা :**

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**পুর্ব-প্রস্তুতি :**

জমি পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখুন;

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**রোগের নাম :** গোড়া পচা রোগ/ ডেমপিং অফ

**রোগের কারণ :** ছত্রাক

**ক্ষতির ধরণ :** চারার গোড়া বা শিকড় পচে ঢলে পড়ার মাধ্যমে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত চারার গোড়ার চারদিকে বাদামি বর্ণের পানিভেজা দাগ দেখা যায়। আক্রমণের দুই দিনের মধ্যে চারা গাছটি ঢলে পড়ে ও আক্রান্ত অংশে তুলার মতো সাদা মাইসেলিয়াম দেখা যায় ও অনেক সময় সরিষার মত ছত্রাকের অনুবীজ পাওয়া যায়। চারা টান দিলে সহজে মাটি থেকে উঠে আসে।

**ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে :** বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

**ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে :** শিকড় , গোঁড়া

**ব্যবস্থাপনা :**

কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রানাশক যেমনঃএমকোজিম ৫০; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি/ ২ মুখ ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন। আক্রমণ বোশি হলে প্রথম থেকে প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**পুর্ব-প্রস্তুতি :**

একই জমিতে বার বার কপিজাতীয় ফসল চাষ করবেন না। দিনের বেশির ভাগ সময় ছায়া পড়ে এমন জমিতে কপিজাতীয় ফসল চাষ করবেন না। পরিমিত সেচ ও পর্যাপ্ত জৈব সার প্রদান করুন। পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখুন। সরিষার খৈল ৩০০ কেজি/ হেঃ হারে জমিতে প্রয়োগ করা। লাল মাটি বা অম্লীয় মাটির ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করুন (প্রতি তিন বছরে একবার)। বপনের আগে প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স বা কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বাঁধাকপি

**ফসল তোলা :** চারা রোপণের ৬০-৯০ দিন পর বাঁধাকপি সংগ্রহ করা যায়।

**সংরক্ষণ :** ছায়ায় সংরক্ষণ করুন। মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিন। বেশি দিন সংরক্ষণ এর জন্য হিমাগারে রাখুন।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**বীজ উৎপাদন :**

ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে হালকাভাবে মাড়াই করে কুলা দিয়ে ঝেড়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

**বীজ সংরক্ষণ:**

বীজ ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে বায়ুরোধী পলিথিন ব্যাগে সিল করে টিন বা প্লাস্টিকের পাত্রে ভরে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**বীজপ্রাপ্তি স্থান :**
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

**সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :**

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

**যন্ত্রের নাম :** মই

**ফসল :** বাঁধাকপি

**যন্ত্রের ধরন :** অন্যান্য

**যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :**

কায়িক শ্রম।

**যন্ত্রের ক্ষমতা :** কায়িক শ্রম।

**যন্ত্রের উপকারিতা :**

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

**যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :**

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

**রক্ষণাবেক্ষণ :** ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

**তথ্যের উৎস :**

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

**যন্ত্রের নাম :** কোদাল

**ফসল :** বাঁধাকপি

**যন্ত্রের ধরন :** সেচ

**যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :**

হস্ত চালিত।

**যন্ত্রের ক্ষমতা :** কায়িক শ্রম।

**যন্ত্রের উপকারিতা :**

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

**যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :**

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

**রক্ষণাবেক্ষণ :** ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

**তথ্যের উৎস :**

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

**ফসল :** বাঁধাকপি

**প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :**

স্থানীয়ভাবে বাশের ঝুড়ি, চটের বস্তা, ঠেলাগাড়ি এবং রিক্সা ভ্যানে পরিবহন করুন।

**আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :**

প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ছিদ্রযুক্ত চটের বস্তা, ঝুড়ি, প্লাষ্টিক কনটেইনারের মাধ্যমে পিকআপ, ট্রাক, ভ্যানে পরিবহন করুন।

**প্রথাগত বাজারজাত করণ :**

স্থানীয় বাজারে খুচরা/ পাইকাড়ি বিক্রয়।

**আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :**

প্রকিয়াজাত করে আড়ৎদারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কাভার্ড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট, ও বিদেশে বিপণন করুন।

**তথ্যের উৎস :**

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।